বিজ্ঞান সম্মেলনে দেশে দেশে

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

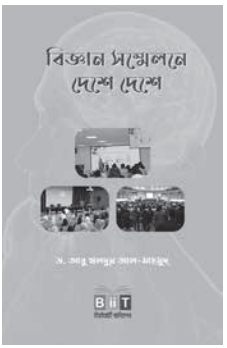

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

বিজ্ঞান সম্মেলনে দেশে দেশে

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

গ্রন্থস্বত্ব

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ

প্রকাশক

বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

দোকান নং # ৩০২ (তৃতীয় তলা), ৩৮/৩ বাংলাবাজার

(বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট), ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল

কার্তিক ১৪২৮, রবিউস সানি ১৪৪৩, নভেম্বর ২০২১

মূল্য

২৫০.০০ টাকা

Published by

BIIT Publications

Shop No. # 302 (2nd Floor), 38/3 Banglabazar

(Books & Computer Complex Market), Dhaka-1100

Contacts

Phone (+88) 01766 073 321, 01832 969 280, 01923 489 165

E-mail: biitpublications@gmail.com

ISBN

978-984-95729-2-3

সূচি

কুয়ালালামপুরে মুসলিম চিকিৎসক সম্মেলন	৫
পুত্রাজায়ায় হসপিটাল কনসোর্টিয়ামের কনফারেন্স	১০
সাইবারজায়ায় মেডিক্যাল এডুকেশন কনফারেন্স	২১
আলিগড়ে ইবনে সিনার ওপর বিশ্ব সম্মেলন	২৯
কুয়ালালামপুরে FIMA কনফারেন্স	৪৬
জোগ-জাকার্তায় CVD IA কনফারেন্স	৫৯
বাগিচার ব্যাঙ্গালোরে	৭৩
বসফরাসের বাঁকে	৯০
আসহাবে কাহাফের দেশে	১১৯
পার্ল অব আফ্রিকায়	১৪৮
স্মৃতিময় সেমারাং	১৭০

কুয়ালালামপুরে মুসলিম চিকিৎসক সম্মেলন

সম্প্রতি (২৮ ও ২৯ জুন ২০০৩) মালয়েশিয়ায় হয়ে গেল ইসলামি মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (IMA)-এর বাৎসরিক সম্মেলন। মূলত এটি বিভিন্ন দেশের মুসলিম চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি বিশ্ব সংগঠন-এর মালয়েশিয়া চ্যাপ্টার। অ্যাসোসিয়েশনটির পুরো নাম হলো ফেডারেশন অব ইসলামিক মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (FIMA)। ১৯৭০-এর কাছাকাছি সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন দেশের কিছু নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম চিকিৎসক চিকিৎসা শিক্ষা এবং পেশায় ইসলামি মূল্যবোধের অনুসরণ বিষয়ে ধারাবাহিক পাঠচক্র করেন। এ পাঠচক্রেরই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে Islami Medical Association of North America (IMANA)। পরবর্তীতে IMANA'র বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকগণ স্ব-স্ব দেশে Islami Medical Association (IMA) গঠন করেন। এ সবগুলো IMA'র কেন্দ্রীয় সংগঠন হচ্ছে FIMA। প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে FIMA'র আন্তর্জাতিক সম্মেলন। FIMA'র এ পর্যন্ত ২১টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মালয়েশিয়ার নয়নাভিরাম শহর 'সেরেমবান'-এ ২৮ ও ২৯ জুন ২০০৩-এ অনুষ্ঠিত হলো IMAM-এর বার্ষিক সম্মেলন। সেরেমবান মালয়েশিয়ার একটি রাজ্য 'নিগেরী সিমবিলানের' রাজধানী শহর। উল্লেখ্য, এটি মালয়েশিয়ার মুসলিম চিকিৎসকদের বার্ষিক সম্মেলন হলেও বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মুসলিম চিকিৎসকের অংশগ্রহণের ফলে সেটি মূলত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেই রূপ নিয়েছিল। এ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, উগান্ডা, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন ও বাংলাদেশের চিকিৎসক প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যাপক 'ডাঃ নজরুল ইসলাম (বর্তমানে মালয়েশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত) এবং আমি উপস্থিত ছিলাম।

সম্মেলনের স্থানটি নির্বাচন করা হয় Allson Clana Resort নামের আন্তর্জাতিক হোটেলের সম্মেলন কক্ষে। হোটেলটি অসংখ্য সবুজ পাহাড় ঘেরা একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত যার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে প্রাকৃতিক এক ঝর্ণাধারা- যার কুলকুল ধ্বনি যেকোনো প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষের হৃদয়ে আনন্দের দোলা বইয়ে দিতে সক্ষম। সত্যি কথা বলতে কি, সম্মেলনের জায়গা হিসেবে এ স্থানটি বেছে নেয়া মূলত উদ্যোক্তাদের সুরুচির বহিঃপ্রকাশ বলতে হবে।

দু'দিনের সম্মেলনে বিভিন্ন অধিবেশন ছিল শিক্ষণীয়। তাছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির সব রকমের ব্যবহার সম্মেলনকে করে তুলেছিল আরও আকর্ষণীয়।

মাল্টিমিডিয়ার এ যুগে এমনটিই তো সবার কাম্য। সম্মেলনে বিভিন্ন ইসলামি ব্যক্তিত্বের মহান সমাবেশ ও সান্নিধ্য আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন ইসলামি বই, সিডি, ভিসিডি ও ইসলামি ভিডিও গেম্স ইত্যাদির অসংখ্য বৈচিত্র্যময় অপূর্ব সমাহারে ভরপুর ছিল স্টলগুলো, যা নিজ চোখে না দেখলে বোঝাই যাবে না যে, ইসলামি প্রযুক্তি আজ কত উন্নত পর্যায়ে চলে এসেছে। দরকার শুধুমাত্র এর প্রচার ও প্রসার। সম্মেলনে আরো ছিল বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি ও ডায়াগনস্টিক কোম্পানিসমূহের সুদৃশ্য স্টলগুলো। সম্মেলনে ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে মতবিনিময় সভা। আর বিরতির সময়গুলোতে ছিল মালয়েশিয়ার ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু খাবারের আকর্ষণীয় আয়োজন। IMAM'র এ সম্মেলনে তারা তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনও পেশ করে এবং নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভাবন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রায় হাজারখানেক চিকিৎসক প্রতিনিধিগণ এ সম্মেলনে যোগ দেন। তাদের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিলেন মহিলা প্রতিনিধি। সম্মেলন ২৮ জুনের নির্দিষ্ট সময়ে উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল (DG) তানশ্রী দাতো ড. হাজী মো. ত্বহা বিন আরিফ। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে ইসলামিক মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতি তার গভীর দরদ, সদয় সহানুভূতি ও বিশেষ আনুকূল্য প্রকাশ করেন। তার বক্তব্য শুনে আমার কাছে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে ইসলামের সেবাধর্মী আদর্শে উজ্জীবিত চিকিৎসকগণ তাদের দায়িত্বের প্রতি অত্যন্ত সৎ, ত্যাগী ও কর্মনিষ্ঠ। সে কারণে মালয়েশিয়ার জাতীয়তাবাদী সরকারও IMAM-কে কোনোভাবেই খাটো করে দেখতে পারছে না। তার বক্তব্য থেকে আরো জানা গেল যে, দেশের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তৎপরতায় IMAM'র চিকিৎসকগণ বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। মূলত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মকাণ্ডই IMAM'র প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। তাদের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট আইন বিভাগ, সমাজকল্যাণ বিভাগ বিভিন্ন কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া সরকারের স্বাস্থ্যনীতি ও ওষুধনীতি প্রণয়নেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি চিকিৎসা ব্যবসা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন এবং অত্যাধুনিক বায়ো-মেডিক্যাল প্রযুক্তির গ্রহণীয়তা ও এর সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও IMAM'র চিকিৎসকদের বিশেষ অবদান রয়েছে।

IMAM-এর প্রেসিডেন্ট হলেন 'ডাঃ মুসা মো. নূরুদ্দিন। তিনি যুক্তরাজ্য থেকে MRCP ডিগ্রিপ্রাপ্ত একজন প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ। কুরআনের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস ও গভীর জ্ঞান আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে তার বরাবরই একটা উচ্চ ধারণা রয়েছে। তিনি বর্তমান বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কেও যথেষ্ঠ ওয়াকিবহাল রয়েছেন বলে মনে হলো। এখানকার সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যেই তাদের বিশ্বজনীন উদার চিন্তাধারা আমাকে সত্যিই অভিভূত

করেছে। IMAM'র ভাইস প্রেসিডেন্ট 'ডাঃ আব্দুল লতিফ যিনি একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও কার্ডিওলজিস্ট। বর্তমানে তিনি মালয়েশিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত আছেন।

IMAM'র দু'টি শাখা সংগঠন রয়েছে। একটি হচ্ছে 'মার্সি (MERCY)'। এটি মূলত একটি মুসলিম এনজিও হিসেবে কাজ করছে। আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে তারা সারাবিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে তাদের তৎপরতার কারণে। আরেকটি শাখা সংগঠন হলো- 'রুমাহ্ সালেহিয়া'। এটিও একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। রুমাহ্ সালেহিয়া মূলত এতিম, বিধবা, নির্যাতিত নারী এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে ইচ্ছুক পতিতাদের পুনর্বাসন ও আশ্রয়কেন্দ্র। যদিও মালয়েশিয়ায় নির্যাতিত নারীর সংখ্যা খুবই কম। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য রয়েছে রুমাহ্ সালেহিয়ার আলাদা আলাদা আশ্রয়কেন্দ্র। রুমাহ্ সালেহিয়ার আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য কর্মতৎপরতা হলো-এইডস ভাইরাস আক্রান্ত অসহায় শিশু ও মাদকসেবীদের আশ্রয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র। এটি আদম সন্তানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রকল্প। বিশেষ করে এইডস ভাইরাসবাহী অসহায় নিষ্পাপ শিশুদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাতৃস্নেহে লালন-পালন করার কথা জানতে পেরে মানবতার প্রতি এদের গভীর দরদের পরিচয় পাওয়া গেল। রুমাহ্ সালেহিয়ার ডিরেক্টর সিস্টার ফাদযিলাহ একজন মহিলা, যিনি একটি নার্সিং স্কুলের সাবেক অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ আলোচনা রাখলেন ও তার বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করলেন, যা শুনে তাদের বিভিন্ন সেবামূলক তৎপরতার কথা জানা গেল এবং নিজেদের আশরাফুল মাখলুকাতের অন্তর্ভুক্ত ভেবে গর্বিত হলাম। রুমাহ্ সালেহিয়ার ডিরেক্টর-এর বক্তব্যের সময় যখন স্লাইড প্রোজেক্টরের মাধ্যমে এইডস ভাইরাস আক্রান্ত অসহায় নিষ্পাপ শিশুদের হাসিমাখা মুখগুলো ভেসে উঠছিল, যারা হয়তোবা স্বল্পদিনের ব্যবধানে নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী, তখন একপর্যায়ে তিনি তার বক্তৃতার ভেতরে নিজেই কেঁদে ফেললেন। উপস্থিত দর্শকরাও তখন চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। আমি তার ত্যাগ ও নিষ্ঠা দেখে সত্যিই আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম।

সম্মেলনে সামাজিক অপরাধ, মাদকাসক্তি, নারী নির্যাতন ইত্যাদির ওপর চিকিৎসক ও সমাজবিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় সভাও হলো। তারা এসব অপরাধের পেছনের কারণগুলো শনাক্ত করার প্রচেষ্টা চালালেন। অবশেষে তারা এসব অপরাধের উৎসগুলো চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শগুলো সম্মেলনে উপস্থিত সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করলেন। রুমাহ্ সালেহিয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলো। এছাড়া সম্মেলনের বাইরে রুমাহ্ সালেহিয়ার বৃহৎ স্টলটি ঘুরে দেখলাম। তাদের কর্মীদের তৈরি হস্তশিল্পজাত সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে সেখানে। এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল বাংলাদেশের

ঢাকার ইসলামি সমাজকল্যাণ পরিষদের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শহীদ আবুল কাশেমের কথা। তিনিও নারীদের উন্নয়নের জন্য রুমাহ্ সালেহিয়ার মতো 'নারী আশ্রয় কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯৮৫ সালের দিকে। যার উপদেষ্টা ছিলেন জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব।

এবার মার্সির ব্যাপারে কিছু না বললেই নয়। মার্সি একটি সংগ্রাম ও সাফল্যের নাম। এটি প্রথম মুসলিম এনজিও। এদের তৎপরতা মূলত আমেরিকার আফগান ও ইরাক আক্রমণকালীন সময়েই বিস্তার লাভ করেছিল। এখন পর্যন্ত তারা এ দু'টি দেশ ছাড়াও কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশ, শ্রীলঙ্কার জাফনা, ভারতের গুজরাট ও কসোভোতে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আমেরিকার ইরাকে আগ্রাসনের সময় কাজ করতে গিয়ে মার্সির একজন চিকিৎসক আহত হয়ে তার একটি পা হারান। তিনিও উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে। তিনি তার আবেগময়ী বক্তৃতায় মার্সির মাধ্যমে আজীবন তার সেবামূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। মার্সির প্রেসিডেন্ট 'ডাঃ জামিলাহ্ বিনতে হুসাইন। তিনি একাধারে একজন ধার্মিক, বিদুষী ও কর্মোদ্যোগী মহিলা এবং উচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি তার বক্তৃতার সময়ে মার্সির বিভিন্ন কর্মতৎপরতার ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করেন। সম্মেলন হলের সকল দর্শক তখন ইরাক ও আফগান জনগণের দুর্দশা ও হৃদয়স্পর্শী ছবিগুলো দেখে বারবার ডুকরে কেঁদে উঠছিল।

সম্মেলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে নির্দিষ্ট ইস্যুভিত্তিক আলোচনা করা হয়। ইস্যুগুলোর মধ্যে ছিল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, দরিদ্র্যতা, মানবাধিকার, স্বাস্থ্য প্রযুক্তির উত্তরণ ইত্যাদি। রাজনৈতিক আলোচনা খুব সামান্যই প্রাধান্য পায় সেখানে। IMAM মালয়েশিয়ার সকল মুসলিম চিকিৎসককে তাদের ব্যানারে একত্রিত করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি এসব চিকিৎসককে ইসলামি স্বাস্থ্যনীতি ও সমাজসেবামূলক তৎপরতায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্মেলনের প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন ইউনিভার্সিটি সায়েন্স মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্য ক্যাম্পাসের ডিন অধ্যাপক 'ডাঃ জাবিদী আজহার। তিনি 'একজন মুসলিম চিকিৎসক এবং আমরা কারা'? এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করতে গিয়ে কুরআনে মানুষ জন্মের রহস্য ও অতীত মুসলিম বিজ্ঞানীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর উগান্ডা থেকে আগত অধ্যাপক 'ডাঃ উমর কাসুলী 'সমাজনেতা হিসেবে মুসলিম চিকিৎসকদের ভূমিকা' এ বিষয়ে এক প্রাণবন্ত আলোচনা রাখেন। তিনি উসুল আল-ফিকহ্ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের ওপর চিকিৎসকদের পরামর্শ দেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন 'ডাঃ ওয়ান আজমান। তার বিষয় ছিল 'চিকিৎসা সেবা দাওয়াতী কাজের অন্যতম কৌশল'। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিম চিকিৎসকদের নাম উল্লেখ করে বলেন, তারা চিকিৎসা পেশাকে দাওয়াতী কাজের উত্তম পন্থা হিসেবে ব্যবহার

করতেন। একজন ভেষজ চিকিৎসক তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভেষজ (Herbal) চিকিৎসা পদ্ধতিরও গুরুত্ব রয়েছে। তিনি এ ঐতিহ্যবাহী ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেন, যা বেশ আলোড়িত ও আলোচিত হয় দর্শকমুখে। আরেকটি আকর্ষণীয় আলোচনা পেশ করেন সুইডেনের বিশিষ্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ 'ডাঃ মালিক বাদরী। তিনি তার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া (Near to death experience) কিছু মানুষের সেই মুহূর্তের অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতির কথা উল্লেখ করেন যাতে বিস্তৃত হয়েছে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, এ ব্যাপারটি এতটাই বর্ণনা সাপেক্ষ যে, পরবর্তীতে পাঠকদের জন্য লেখার ইচ্ছা রইল। একই হোটেলে অবস্থানের সুযোগে অধ্যাপক মালিক বাদরী'র সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতার সুযোগ হলো। তিনি আমাকে তার লিখা Contemplation Islamic Perspective বইটি উপহার দিলেন।

সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদা একটি সেশন, যা খুবই আকর্ষণীয় ও আবেগপূর্ণ ছিল। সবাই যখন নিজ দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা, সমাজসেবামূলক তৎপরতা ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার বিবরণ তুলে ধরেছিলেন তখন নিজেকে এমনই একজন মুসলিম হিসেবে মনে করে গর্ব হচ্ছিল যার সারা দুনিয়াটাই যেন আবাসস্থল। ঠিক মহাকবি আল্লামা ইকবালের সেই কবিতার মতো-

"চীন ও আরব হামারা
হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হ্যায় হাম
ওয়ান হ্যায় সারা জাহাঁ হামারা"।

তাদের কথায় জানতে পারলাম কম্বোডিয়ায় একটি সমৃদ্ধ মুসলিম কম্যুনিটি রয়েছে। তাদের মুসলিম চিকিৎসকদের IMA আছে। থাইল্যান্ডের রয়েছে মুসলিম প্রধান প্রদেশ 'পাতানি'। সেখানে তারা নিজেরা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি গঠন করেছেন। এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অধ্যাপক ওমর কাসুলী, অধ্যাপক মালিক বাদরী প্রমুখ বরেণ্য মেডিক্যাল স্কলারের সাথে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা আমার জন্য পরবর্তী সময়ে এক সমৃদ্ধ পাথেয় হয়ে থাকল। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৪-২০০৬ এ অনুষ্ঠিত মালেয়েশিয়া IMA'র সকল সম্মেলনেই যোগ দেয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যেসব সম্মেলনে FIMA'র তৎকালীন সভাপতি জর্ডানের আলি মিশালসহ ফিমার বিভিন্ন দেশের প্রধানদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ঘটে।

পুত্রাজায়ায় হসপিটাল কনসোর্টিয়ামের কনফারেন্স

২৫-২৬ অক্টোবর ২০০৮ মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রাজায়ায় মালয়েশিয়ার সরকার এবং সেদেশের ইসলামিক হসপিটাল কনসোর্টিয়ামের যৌথ উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হলো। এ বছর কনফারেন্সের বিষয় (Theme) ছিল Dilemma in Medical Practice: Islamic and Conventional. ইতঃপূর্বে ২০০৩ থেকে ২০০৭ সালের শুরু পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় অবস্থানকালে আমার পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল পেশাজীবী সংগঠন যেমন মালয়েশিয়ান ইসলামিক মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (IMAM), মালয়েশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি (MACB), মালয়েশিয়ান সোসাইটি অব বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি (MSBMB)-এর সদস্য থাকাকালে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক কনফারেন্সে থাকার সুযোগ হয়েছিল। একই সাথে হসপিটাল কনসোর্টিয়ামের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাসমূহে উপস্থিত থাকার সুযোগও আমি পেয়েছিলাম। বিগত সময়ে মালয়েশিয়ায় অবস্থানকালে সেখানকার সবচেয়ে সফল হাসপাতাল প্রশাসক ডাঃ রামলি সাদ-এর সাথে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতাও আমার ছিল। সেই নস্টালজিয়ার টানে আর বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসার ইসলামায়নের অগ্রগতি দেখতে আমি এবার KHIM Conference-এ যেতে আগ্রহী হলাম। যথারীতি যোগাযোগ করতেই ডাঃ রামলি আমাকে অফিসিয়ালি ইনভাইট করলেন সাথে একটি Paper present করার দায়িত্বও দিলেন।

যদিও এখন মালয়েশিয়ায় যেতে ভিসা লাগে না তবুও ঢাকাস্থ মালয়েশিয়ান হাইকমিশন থেকে ভিসা নিলাম। মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের যাত্রার সময়টা বড় কষ্টকর। মধ্যরাত পেরিয়ে ফ্লাইট। এখানেও আল্লাহর রহমতে কেন জানি না তারা আমাকে Economy Class-এর টিকিট দিয়েই Business Class upgrade করে দিলেন। ফলে ভ্রমণ বেশ ভালোই হলো। দু'বছর পর মালয়েশিয়ায় গিয়ে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে আগের মতোই ঝকঝকে কর্মতৎপর পেলাম।

কুয়ালালামপুরে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ার মেডিক্যাল এডুকেশন-এর শিক্ষক অধ্যাপক ডাঃ আবদুস সালাম ভাই-এর সালাক সেলাটানের বাসায় উঠলাম। পরদিন ভোরে পুত্রাজায়ায় কনফারেন্স। সালাম ভাইয়ের বাসা থেকে KLIA Transit ট্রেনে পুত্রাজায়া স্টেশনে নামতেই KHIM-এর সেচ্ছাসেবক দু'জন মালয়ী তরুণ আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। একই স্থানে ইন্দোনেশিয়ার YARSI University'র অধ্যাপক ড. জুরনালিসউদ্দিনও আমাদের সহযাত্রী হলেন।

সম্মেলনের স্থান নির্ধারিত ছিল Perbadanan Putrajaya Auditorium-এ। এটি পুত্রাজায়া ফেডারেল চিফ জাস্টিসের প্রাসাদের সামনে। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এ জায়গায় বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে। সম্মেলনস্থলে আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান KHIM-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ইসহাক মাসুদ। যথাস্থানে আসন নিতে গিয়ে দেখি সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী অফিসের মন্ত্রী দাতো ড. আহমাদ জাহিদ হামিদি ইতোমধ্যে এসে গেছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে বিদেশি অতিথিদের নিজে বরণ করলেন। বললেন, এ সম্মেলনে এসে চিকিৎসা পেশা এর যারা ইসলামিকরণ করার চিন্তা করেন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসাকে তাদের সাথে পরিচিত হবার একটি সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর বিনয়ী উচ্চারণে মুগ্ধ হলাম। দাতো আহমাদ হামিদির উদ্বোধনী বক্তব্যের বিষয় ছিল। "Reinventing the new paradigm of healhcare given for the Ummah" মন্ত্রী রীতিমতো প্রস্তুতি নিয়ে লিখিত এবং power point presentation সহ আলোচনা করলেন। তিনি যে বহু সময় নিয়ে পড়াশোনা করে বক্তব্য তৈরি করেছেন তা তাঁর প্রাঞ্জল উপস্থাপনায় বোঝা গেল। তিনি যা বলতে চাইলেন তার সারমর্ম হচ্ছে প্রচলিত হাসপাতালের রিসিপশন ডেস্কের ওপর কিছু কুরআনের আয়াত ঝুলিয়ে রাখলে, কথায় কথায় বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ পড়লেই সেটি ইসলামি হাসপাতাল হয়ে যায় না। ইসলাম একটি জীবনধর্মী, সেবাধর্মী জীবনব্যবস্থা। ইসলামের মানব সেবার মূল দর্শন যদি CEO থেকে শুরু করে সকল চিকিৎসক ও কর্মীর আত্মায় না থাকে তবে সাইনবোর্ডে যাই থাক তাতে ইসলামি হাসপাতাল হওয়া দুরূহ। তিনি কুরআনের আয়াত 'কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্‌নাস' উল্লেখ করে বলেন, মুসলমান হিসেবে আমরা কতটা সফল তা বোঝা যাবে আমাদের দ্বারা মানবতার কল্যাণ কতটা হলো তার ভিত্তিতে। ইসলামি হাসপাতালের সফলতার মাপকাঠিও এখানে। তিনি আরও বলেন, রূহ এবং শরীর দুইয়ের সুস্থতার সমন্বয়েই মানবের সুস্থতা। কাজেই ইসলামিক হাসপাতালকে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে আত্মার চিকিৎসায় দক্ষ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সমাবেশ ঘটাতে হবে।

দাতো হামিদির আলোচনার পরই চা-বিরতি হলো। চা-বিরতিতে পরিচিত হলাম ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা: ইকবাল খান, ইয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন্স ও টেকনোলজি ফ্যাকাল্টির ডিন সালেহ তালেক, FIMA'র সাবেক সভাপতি এবং জর্ডানের আম্মানের ইসলামিক হাসপাতালের চিফ ফিজিশিয়ান ডাঃ আলি মিশাল, কুয়ালালামপুর হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারি চিফ প্রফেসর দাতো আহমাদ রিদওয়ান, থাইল্যান্ডের পাত্তানী প্রদেশের মুসলিম প্রফেশনাল ফোরাম নেতা ডাঃ আরেফিন থাইপ্রতান প্রমুখের

সাথে। ইন্দোনেশিয়রা বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে বেশ উৎসাহী এবং খবর রাখেন বলে মনে হলো।

চা-বিরতির পর পাকিস্তান ইসলামাবাদের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ ইকবাল খান 'The Contribution of Early Muslim Scholars in Medicine' বিষয়ের ওপর সমৃদ্ধ তথ্যবহুল ও যুগোপযোগী এক আলোচনা রাখলেন। প্রফেসর ইকবাল বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অধিকারী। তিনি একাধারে একজন কার্ডিও থোরাসিক ও ভাসকুলার সার্জন অন্যদিকে একজন ইসলামি পণ্ডিত। পাকিস্তান কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জন্স-এর কর্ণধার হওয়া ছাড়াও তিনি সেখানে সার্জারির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ইসলামিক মেডিক্যাল এথিকস কোর্স ঢোকাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য যেন ইতিহাসের অনেক বড় বইকে এক জিপ ফাইলে (zip file) উপস্থাপন করার মতো। কিভাবে মুসলমানদের হাতে পড়ে গ্রিক-চৈনিক-ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আধুনিকতার ছোঁয়া পেল এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁয় অবদান রাখল তা তিনি তুলে ধরলেন। সাথে সাথে এটিও তুলে ধরলেন যে, সে যুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা কত ইসলামমনা এবং কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। ক্যাম্পবেল-এর থেকে উদ্বৃতি দিয়ে বললেন, "The European medical system is Arabian not only in origin but also in its structure. The Arabs are the intellectual torchbearers of the Europeans." তাঁর আলোচনায় ইবনে বাখাতিসু, হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল-রাজী, আল জাহরাবী, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ইবনে মাইমুন, ইবনে আল-নাফিসা, ইবনে ফিরনাস প্রমুখ বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্ম মূর্ত হলো। প্রত্যেকের জন্মস্থান, কর্মস্থান এবং লেখার যত নিদর্শন বিভিন্ন জাদুঘরে আছে তা তিনি দেখালেন। ফলে পুরো একটি ঘন্টা দর্শকশ্রোতাদের মন বা চোখ ভিন্ন দিকে যাবার কোনো সুযোগ পায়নি। সর্বশেষে তিনি বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাজ ও ছবির সাথেও পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেখানেই দেখলাম আমেরিকার সবচাইতে বড় সরকারি মেডিক্যাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর মহাপরিচালক ড. আলিয়াস একজন Practicing Muslim। উপসংহারে তিনি মুসলমান পেশাজীবীদের আরও বেশি গবেষণা করতে এবং Service oriented হতে আহ্বান জানালেন।

প্রফেসর ইকবালের আলোচনায় এক ঘণ্টা যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছিলাম। ঘোষকের ঘোষণায় বাস্তবতায় ফিরে এলাম। এর পরের আলোচনা ইন্দোনেশিয়ার প্রফেসর হেদায়েত নুর ওয়াহিদ-এর। তিনি জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক, দাওয়াহ ও শরিআহ বিশেষজ্ঞ। ইন্দোনেশিয় মুসলিম প্রফেশনাল ফোরামকে সংগঠিত করা ছাড়াও সেখানকার PKS (Party Keadilan Sejahtera

অর্থাৎ Justice and Peace Party)-এরও প্রাক্তন সভাপতি। তিনি পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে মুসলিম পেশাজীবীদের আহ্বান জানালেন। এগুলো হচ্ছে প্রথমত, আমাদের প্রযুক্তির ব্যবহারকারী না হয়ে প্রযুক্তির প্রবর্তক হতে হবে; দ্বিতীয়ত, মুসলমান পেশাজীবীদের সমস্যা (আইডিয়াগত) তৈরির বদলে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আন্তরিক ও সচেষ্ট হতে হবে; সব নতুন কিছুকে না বলার পরিবর্তে শরিয়তের সীমার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতাকে বিবেচনা করতে হবে; তৃতীয়ত, আমাদের আরও সেবাধর্মী (Service-oriented) হতে হবে; চতুর্থত, আমাদের আত্মপ্রত্যয়ী হতে হবে যে, আমরাই পারি এবং বিশেষভাবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মনে এ প্রত্যয় জাগাতেই হবে। পঞ্চমত, এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের সকল কাজকর্মে নীতিশাস্ত্র এবং ন্যায়পরায়নতা'কে মূর্ত করতে হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের নৈতিকতা বা আখলাক উদ্ভূত আচরণই তাদের অমুসলিমদের চাইতে ভিন্নতর, উন্নততর করে অন্য মানুষের কাছে উপস্থাপন করত। তাই সেই মুসলিমরা ছিলেন চুম্বকের মতো। তাদের কাছে মানুষ আসতে আকর্ষণ বোধ করত এবং ইসলাম কবুল করত। এখন আমাদের দেখলে মানুষ বিকর্ষিত হয়। তার বক্তব্যের শেষে তিনি কিভাবে সামরিক ও বেসামরিক একনায়কতন্ত্র মুসলিম বিশ্বের চিন্তা ও গবেষণায় বন্ধাত্য এনেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। বিশেষভাবে আরব বিশ্বের অলস একনায়করা এবং ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো জান্তাকৃত ধ্বংসযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন।

অধ্যাপক হিদায়ার বক্তব্যের পর আবার সংক্ষিপ্ত চা-বিরতি। সবাই দ্রুত চা-পান সারলেন। কারণ এর পরই বিশ্বের অন্যতম সেরা মুসলিম চিকিৎসা পেশাবিদ প্রফেসর ড. ওমর হাসান কাসুলীর বক্তৃতা। প্রফেসর ওমর-এর বক্তব্যের শিরোনাম "Islamic Medicine: The Misunderstood Concept".

অধ্যাপক ওমর কাসুলী সেই ইসলামি স্কলারদের অন্যতম যারা ৭০-এর দশকে ইসমাইল রাজী আল-ফারুকীসহ শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামায়নের কাজ শুরু করেন। এ বিষয়ে ১৯৭৩-এ বাদশাহ ফয়সাল-এর পৃষ্ঠপোষকতায় সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলন থেকে পরবর্তী সকল সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এ চিন্তার বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ মালয়েশিয়ায় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি এবং আবদুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান একসাথে কাজ করেন। উগান্ডায় জন্মগ্রহণকারী এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস, এম পিএইচ এবং পিএইচডি ডিগ্রিধারী এ মনীষী বহু বছর আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ কাজ করেছেন। তবে সর্বত্র এবং সর্বদাই তার মূল কাজ ছিল আধুনিক শিক্ষার ইসলামায়নের মাধ্যমে নব প্রজন্মের মুসলমানদের কে যোগ্য নাগরিক তৈরির উপযোগী করে গড়ে তোলা। তারই নেতৃত্বে মালয়েশিয়ার

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি শুরু হয়। বিশ্বের অনেক দেশ নিজ খরচে সফর করে তিনি মুসলিম শিক্ষাবিদ ও প্রফেশনালদের সচেতন করার কাজ করেছেন। ড. কাসুলী যদিও মূলত একজন মেডিক্যাল চিকিৎসক কিন্তু জ্ঞান ও চিন্তার বিস্তৃত ক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডিত্য রাখেন। মাতৃভাষা ছাড়াও সাতটি আন্তর্জাতিক ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারেন। মালয়েশিয়ানদের কাছে এ ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত আপন। সেখানকার মেডিক্যাল শিক্ষার পুরো কারিকুলামকে ইনি ইসলামায়ন করেছেন।

ড. কাসুলী তার বক্তৃতায় ইসলামিক মেডিসিন সম্পর্কে প্রত্যাশা, ধারণা এবং ভুল ধারণা ব্যাখ্যা করে বাস্তবতার কথা তুলে ধরেন। অনেকের ধারনা ইসলামিক মেডিসিন মানে রসুল (স.) যে সকল চিকিৎসা দিতেন (Prophetic Medicine) যেমন মধু, কালোজিরার তেল ইত্যাদি, কারো ধারণা ইসলামিক মেডিসিন মানে ইউনানি বা হেকিমী চিকিৎসা, কেউবা মনে করেন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ইসলামি নয়। ড. কাসুলী এগুলো ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাই ইসলামি চিকিৎসা ব্যবস্থা হতে পারে যদি তাতে ইসলামি আখলাক (Ethics) সংযুক্ত হয়। তিব্বে নববি বা Prophetic Medicine সম্পর্কে তিনি বলেন যে, রসুল স. তিনভাবে চিকিৎসা করেছেন প্রথমত, তিনি সে সময়কার প্রচলিত কিছু হার্বস প্রেসক্রাইব করেছেন (যা সুন্নাতে গাইরে তাশারিয়ার অন্তর্ভুক্ত) দ্বিতীয়ত, তিনি রোগীর আরোগ্যের জন্য দোয়া করেছেন; তৃতীয়ত, তিনি রোগীর আত্মার চিকিৎসাও দিয়েছেন। Prophetic Medicine-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যে মাধ্যম অর্থাৎ রোগীর জন্য দোয়া এবং আত্মার চিকিৎসা অবশ্যই বর্তমান সময়েও অত্যন্ত প্রযোজ্য। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের সাথে চিকিৎসক এ দুটো কাজ করলে তিনি ইসলামিক চিকিৎসক হয়ে যাবেন। তিব্বে নববি এবং তিব্বে কুরআন-এর বর্তমান প্রায়োগিকতা বর্ণনা করার পর মুসলমানদের হাতে চৈনিক-ভারতীয়-গ্রিক মেডিসিন কিভাবে আধুনিক যুগে এলো তিনি তা ব্যাখ্যা করলেন। তারই ধারাবাহিকতায় আধুনিক মেডিসিনের ইসলামায়ন-এর কর্মকৌশলও তুলে ধরেন।

প্রফেসর ড. ওমর হাসান কাসুলীর বক্তব্যের পরেই তার কথার ধারাবাহিকতায় মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর এবং মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির সাবেক ডিন প্রফেসর দাতো মুহাম্মাদ তাহির আযহার আলোচনা রাখেন 'Inculcating Islamic values in Medical training' বিষয়ে। তিনি গত ১০ বছরের মালয়েশিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ছাত্রদের ইসলামি দর্শনের আলোকে যেভাবে মেডিসিন পড়ানো হচ্ছে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। সত্যিই তাদের ইসলামের অনুসরণের আগ্রহ ও আন্তরিকতা প্রশংসার যোগ্য। তিনি একটি সুন্দর কথা বললেন, 'Without morality we can not help ethics, without ethics we can not help

religion'। তাঁর ভাষায়, ভালো মুসলিম চিকিৎসক তৈরি করতে হলে শুরু করতে হবে ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় থেকে। শুরুতেই চরিত্রবান এবং উন্নত নৈতিক ঐতিহ্যসম্পন্ন ছাত্র নেয়া উচিত। এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও হতে হবে ইসলামি জ্ঞান ও নৈতিকতায় উজ্জীবিত। তবেই সাফল্য আসবে। দাতো তাহির-এর বক্তৃতার পর তাঁকে আমি একটি প্রশ্ন করলাম যা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজগুলোকে আর্থিকভাবে viable করতে হলে ছাত্রদের কাছ থেকে চড়া বেতন ছাড়াও এককালীন প্রচুর অর্থ Development fee হিসেবে নিতে হয়। এ অবস্থায় যেসব ছাত্র ভর্তির যোগ্য হয় তাদের অনেকেরই পিতা-মাতার আয়ের উৎস অস্বচ্ছ বা অসৎ। এমন নৈতিক Background-এর ছাত্র Input নিয়ে কিভাবে ইসলামি নৈতিকতাসম্পন্ন চিকিৎসক তৈরি করা যাবে। এ প্রশ্নের উত্তরে দাতো বললেন, যদিও বিষয়টি জটিল এবং এক কথায় উত্তর দেয়া যায় না। তবুও কতগুলো কথা মনে রাখতে হবে যে ইসলামমনা মেডিক্যাল শিক্ষকদের 'দায়ী ইলাল্লাহর' মতো কাজ করতে হবে। ছাত্র যেই Background থেকেই আসুক তার সামনে ইসলামের শিক্ষাকে মূর্ত করতে হবে। এটিও তো একটা বাস্তবতা যে খোদ নূহ নবির ছেলেও কাফেরদের দলে যোগ দিয়েছে। লুত আ.-এর স্ত্রী বিভ্রান্ত হয়েছেন আর আবু জাহেলের ছেলে ইসলামের জন্য শহিদ হয়েছেন। কাজেই মুসলিমের নৈতিক দাওয়াতের মিশন কখনো থেমে থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি ইবনে খালদুন-এর মুকাদ্দামা থেকে সুন্দর উদাহরণ দিলেন যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে পাঁচটি উপাদান লাগে তা হচ্ছে প্রথমত, তার উত্তরাধিকার (What he inherited), দ্বিতীয়ত, যে খাবার বা রিজিকে সে বর্ধিত, তৃতীয়ত, তার অর্জিত শিক্ষা, চতুর্থত, তার সঙ্গ (বন্ধু মহল) এবং পঞ্চমত, তার সামনে বিদ্যমান সুযোগ। দাতো তাহির বলেন যে, এর মধ্যে প্রথম দু'টি পরিবর্তন করা না গেলেও পরের তিনটিকে আমরা প্রভাবিত করতে পারি। যদি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক পরিবেশ উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন হয় তবে এখানে যে কেউ আসুক তার নৈতিক মান বাড়বে। জটিল এ প্রশ্নের এত সুন্দর জ্ঞানগর্ভ উত্তর দাতো তাহির দিলেন, যা থেকে আমি বুঝলাম যে একজন মেডিসিন-এর প্রফেসর ইসলাম ও সমাজ সম্পর্কে কত প্রখর জ্ঞান রাখেন।

দাতো তাহিরের বক্তৃতার পর দুপুরের খাবার ও যোহর নামাজের বিরতি। তারপর বিদেশিদের paper presentation। সেখানে আমাকে দুটো paper present করতে হলো। একটি বাংলাদেশে চিকিৎসাসেবা প্রদানে সরকারি-বেসরকারি অবদান, বিশেষভাবে ইসলামমনা হাসপাতালগুলোর অবদান প্রসঙ্গে। আমি Ethics in medical practice প্রসঙ্গে ভূমিকায় বলি যে যদিও আমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল শিক্ষার সময় ইসলামিক মেডিক্যাল এথিক্স বা সার্বিকভাবে

Ethics & morality তেমন পড়ানো হয় না তবুও by tradition আমাদের চিকিৎসা পেশাজীবীরা যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ইসলামের নৈতিকতা দিয়ে প্রভাবিত হন। কারণ ইসলাম আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল। এখানকার বেসরকারি ক্লিনিক-হাসপাতালসমূহের মাঝে ইসলামমনা চিকিৎসা ও চিকিৎসা পেশাবিদদের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সম্পর্কে বললাম। আমার সংগৃহীত ডাটা দেখে আমি নিজেই পুলকিত হলাম যে, এ দেশের মানুষ ইসলামমনাদের যে বিশ্বাস করে তার অন্যতম প্রমাণ এ হাসপাতালগুলোতে রোগীদের উপচে পড়া ভিড়। এ অধিবেশনে আমি ছাড়াও ইন্দোনেশিয়ার তিনজন, থাইল্যান্ডের একজন paper present করলেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় জর্ডানের আম্মানের ইসলামিক হসপিটাল-এর অভিজ্ঞতা ডাঃ আলি মিশাল পরদিন প্রথম অধিবেশনে পেশ করবেন। বিকালের চা ও নামাজের বিরতির পর দাতো ডাঃ সিদ্দিক ফাদিল বক্তব্য রাখলেন, 'Administration: Islamic concept; leading the Right way' বিষয়ে। ট্রেডিশনাল ম্যানেজমেন্ট বা প্রশাসন-এর চাইতে ইসলামি ম্যানেজমেন্ট কত মানববান্ধব তা তিনি তুলে ধরলেন। এখানে প্রশাসক বলে কথিত কোনো পদ নেই বরং সেবক হিসেবে যে বেশি অগ্রণী তাঁরই অধিকার প্রশাসন ব্যবস্থাপনার। এখানে প্রশাসক-কর্মী সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং বন্ধুপ্রতিম। রসুল স. এবং তাঁর সাহাবারা জনগণ আর কর্মীদের সাথে সহকর্মীর মতোই কাজ করেছেন। পরবর্তী যুগে ইসলামের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে আয়েশি শাসক চক্রের অভ্যুদয়।

সন্ধ্যার পর রাতের খাবার চলাকালিন ডিনার টক ছিল প্রফেসর ড. রিদওয়ান উসমান-এর। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'The challenge and future of contemporaty Muslim civilization; তাঁর বক্তব্যে চ্যালেঞ্জ-এর চাইতে সম্ভাবনা এবং আশাবাদই বেশি ছিল। যার সারকথা হচ্ছে, আমরা যদি একটি Innovative জাতি হিসেবে ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে পারি তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। *ইজতিহাদের* অভাব কিভাবে আমাদের পিছিয়ে দিয়েছে তা তিনি তুলে ধরলেন। বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দুনিয়াপ্রীতিকে তিনি চিহ্নিত করলেন। তিনি এটি বললেন যে, সোনালি যুগের মুসলিম পেশাজীবীরা তাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে উম্মাহ ও মানবতার খেদমত করতে চাইতেন। তাই তাদের দ্বারা এত আবিষ্কার হয়েছে। আর আমরা আমাদের সমস্ত মেধা শুধু আমাদের দুনিয়াবি কামাই-এ ব্যয় করছি। তাই আমাদের প্রবণতা দ্রুত লাভ করা, কম পুঁজি, মেধা, সময়ে বেশি লাভ করা। এসবই আমাদের Producttivity নষ্ট করছে। আমাদের Product quality fall করছে।

রাতে খাবার সময় ইন্দোনেশিয় অধ্যাপক জুরনালিসউদ্দিন একই টেবিলে আরও কয়েকজনের সামনে আমাকে প্রশ্ন করলেন যে, বাংলাদেশের বৃহত্তর (গ্রামীণ) জনগণ কি সুদকে আকর্ষণীয়ভাবে গ্রহণ করেছে। আমি তাঁর প্রশ্নে একটু অবাক হলাম। তিনি বললেন গ্রামীণ ব্যাংক ও ইউনূস সাহেবের সফলতা কি এটিই প্রমাণ করে না যে, এদেশের গ্রামের মানুষ সুদ পছন্দ করে। আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম যে, এদেশে গ্রামে একটি কথা প্রচলিত আছে যে যদি কারো ক্ষেতে পোকার আক্রমণ ঘটে তবে সেই ক্ষেতে দশজন সুদখোরের নামের তালিকা টাঙিয়ে দিলে ঘৃনায় পোকারাও চলে যায়। এটি হচ্ছে সুদ এবং সুদখোর সম্পর্কে এখানকার সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। আমি আরও বললাম দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম তফসিলভুক্ত ইসলামি ব্যাংক আমাদের দেশেই চালু হয়েছে এবং গত পঁচিশ বছরে এ দেশের অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংক হয় ইসলামি ব্যাংকিং-এ এসেছে নয়তো ইসলামিক উইন্ডো চালু করেছে। এটি প্রমাণ করে যে মানুষ সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা পছন্দ করে। তিনি আমার কথায় খুব খুশি হলেন। তিনি জানালেন যে, সাধারণভাবে ইন্দোনেশিয় জনগণ বাংলাদেশ এবং এর মানুষ সম্পর্কে সু-ধারণা ও আশাবাদ পোষণ করে। ড. ইউনূস সাহেবের নোবেল প্রাপ্তি যে আমাদের দেশের গ্রামীণ মানুষের সুদপ্রীতি সম্পর্কে মুসলিম মননে এক ভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে তা আমি সেখানে বসেই বুঝলাম।

দ্বিতীয় দিন সকালের প্রথম আলোচনা ছিল FIMA'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং জর্ডানের আম্মানের ইসলামিক হসপিটাল-এর CEO ডাঃ আলি মিশালের। তিনি দুটো paper present করলেন। একটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত আম্মানের হাসপাতালের সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে অন্যটি ইসলামিক হসপিটালগুলোর ঐক্যবদ্ধ কোয়ালিটি কন্ট্রোল বা বেঞ্চমার্কিং প্রসঙ্গে। ডাঃ আলি মিশাল মেডিসিনে উচ্চতম ডিগ্রি নিয়ে দীর্ঘ দুইদশক আমেরিকার ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ডাক্রাইনোলজি এবং মেটাবলিজম বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ইসলাম এবং জন্মভূমির আকর্ষণে আমেরিকার নাগরিকত্ব এবং লোভনীয় চাকরির মোহ ত্যাগ করে আম্মানে এসে সহকর্মীদের নিয়ে প্রায় শূন্যহাতে ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যন্ত মানবপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে আজ ২৫ বছরের ব্যবধানে এটি এখন ৩৪২ শয্যার সেই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মাল্টিস্পেশালাইজড হাসপাতাল। বেসরকারিভাবে পরিচালিত হলেও এখানের ইমার্জেন্সি বিভাগে কোনো জীবন বিপন্ন রোগীকে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দেয়া হয় না। এখানে ১০০ জন বিশ্বমানের কনসালট্যান্ট সার্বক্ষণিক কর্মরত আছেন। এছাড়া ইসলামমনা আরও ৩০০ জন কনসালট্যান্ট (যারা সরকারি চাকরি করেন) ভিজিটিং কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন। এখানে কাজে যোগদানকারি যেকোনো ডাক্তারের ইসলামিক মেডিক্যাল এথিক্স-